মুন্সীগঞ্জ জেলা পরিচিতি ঃ

ইতিহাস, ঐতিহ্য আর বহু কীর্তিমান মনীষির স্মৃতিধন্য মুন্সিগঞ্জ জেলা। এ জেলার প্রাচীন নিদর্শনসমূহের সাথে জড়িয়ে রয়েছে হাজারো গৌরব গাঁথা, সুখ-দু:খের নানা উপাখ্যান। সংগীত, নাটক, নৃত্য, সাহিত্য, আবৃত্তি-সংস্কৃতির সকল শাখায় সমৃদ্ধ এই মুন্সিগঞ্জ। এ জেলা সুপ্রাচীন চন্দ্ররাজাদের তাম্রশাসনের অঞ্জলি থেকে শুরু করে পাল, সেন, মোঘল, বার ভূঁইয়াদের কীর্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে একটি স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের রাজধানী বিক্রমপুরের কীর্তিময় অংশ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত রয়েছে মুন্সিগঞ্জ বাসীর অবিস্মরনীয় অবদান। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে এ জেলা পালন করছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কালের বিবর্তন, পদ্মার ভাঙ্গন আর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে সুদুড় প্রাচিন ইতিহাসে পথ পেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী বিক্রমপুরে সর্বশেষ পরিণতি আজকের মুন্সীগঞ্জ জেলা । নাতিশিতোষ্ণ জলবায়ু বিশিষ্ট উর্ব্বর মৃত্তিকার অধিকারী এ জেলা কৃষি উপযোগী এবং নদী বেষ্টিত হওয়ায় মৎস্য এবং ব্যবসা বানিজ্য প্রসিদ্ধ। দেশের দক্ষিনাঞ্চলের সাথে নৌ ও সড়ক পথের যোগাযোগ এজেলার মধ্য দিয়ে স্থাপিত। সুপ্রাচিন ইতিহাস নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও গৌরব উজ্জল ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এ জেলায় জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য দেশ ও আর্ন্তজাতিক বরেণ্য কৃতী সন্তান যাদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত শ্রী জ্ঞান অতীশ দিপঙ্কর, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রথম গর্ভনর সরোজিনি নাইডু, জগত বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু এবং ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাসের নাম উল্লেখ্য। তারা মূলত তাঁদের প্রতিষ্ঠায় কর্মময় জীবনের প্রসারতায় ও কীর্তিতে এ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই ইতিহাস, ঐতিহ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানদন্ডে বর্তমান সময়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নামকরণ ঃ

মুন্সীগঞ্জের প্রাচীন নাম ছিল ইদ্রাকপুর। কথিত আছে, মোঘল শাসন আমলে এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুন্সী হায়দার হোসেন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোঘল শাসকদের দ্বারা ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষী মুন্সী হায়দার হোসেনের নামে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সীগঞ্জ। কারো কারো মতে জমিদার এনায়েত আলী মুন্সীর নামানুসারে মুন্সীগঞ্জের নামকরন করা হয়েছে।

ভূমির আকৃতি ঃ

মুন্সীগঞ্জ সমতল এলাকা নয়। জেলার কিছু কিছু অঞ্চল যথেষ্ট উঁচু যদিও জেলায় কোন পাহাড় নেই। মুন্সীগঞ্জের বেশীর ভাগ এলাকা নিম্নভূমি বলে বর্ষার পানিতে অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে।

জলবায়ু ঃ

মুন্সীগঞ্জের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। তবে আর্দ্রতা ও দূষনযুক্ত এলাকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এখানকার জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তনশীল। শীতকালে শীতের তীব্রতা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো তত প্রবল নয়। এলাকাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভূক্ত।

ভৌগলিক সীমারেখা ঃ

পূর্বে- কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত।

পশ্চিমে- শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা নদী বিভাজিত করেছে।

উত্তরে- ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা।

দক্ষিণে- পদ্মা নদী যার অপর পাশে শরিয়তপুর জেলা।

প্রশাসনিক মানচিত্র ঃ



মুন্সীগঞ্জ জেলার সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

জেলা প্রতিষ্ঠার তারিখ		ঃ	১লা মার্চ ১৯৮৪ সাল
জেলার মোট আয়তন		ঃ	৯৫৪.৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ
জেলার জনসংখ্যা		ঃ	১৬,২৫,৪১৮ জন
	পুরুষ	ঃ	৭,৮৮,১৪৫ জন
	মহিলা	ঃ	৮,৩৬,৫৬৪ জন
	হিজরা	ঃ	৯৩ জন
শিক্ষার হার		ঃ	৭৭.৮০%
মোট উপজেলা		ঃ	৬টি
পৌরসভার সংখ্যা		ঃ	২টি
ইউনিয়নের সংখ্যা		ঃ	৬৭টি
ওয়ার্ড		ঃ	৬০৩টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়		ঃ	সরকারী ৮৭৫টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা		ঃ	সরকারী ৩টি
		ঃ	বেসরকারী ৮৫টি
		ঃ	বেসরকারী জুনিয়র ১১টি = মোট ৯৯টি
মাদ্রাসা			দাখিল ২২টি, আলিম ৫টি, ফাজিল ০টি, কামিল ০১টি = মোট ২৯টি
		ঃ	
কলেজ		ঃ	সরকারী ৪টি, বেসরকারী ২২টি মোট = ২৬টি
মোট গ্রামের সংখ্যা		ঃ	৯৭০টি
মৌজার সংখ্যা		ঃ	৬৭১টি
আদর্শ গ্রাম		ঃ	৮টি
কমিউনিটি সেন্টার		ঃ	৪টি
জেলা হাসপাতাল		ঃ	১টি
উপজেলা হাসপাতাল		ঃ	৬টি
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র		ঃ	২৬টি
মসজিদ		ঃ	৮৫০টি
মন্দির		ঃ	১০৮টি
গীর্জা		ঃ	১টি
হিমাগার		ঃ	৬১টি
বিদ্যুৎ বিতরণ উপকেন্দ্র		ঃ	৪টি

ফায়ার সার্ভিস	ঃ	২টি
খাদ্য গুদাম	ঃ	৭টি
প্রেসক্লাব	ঃ	১টি
শিল্পকলা একাডেমী	ঃ	১টি
সাংস্কৃতিক সংগঠন	ঃ	৩৩টি
লাইব্রেরী	ঃ	২টি
শিশু পার্ক	ঃ	১টি
স্টেডিয়াম	ঃ	২টি
সিনেমা হল	ঃ	১৩টি
ডাকবাংলো	ঃ	৭টি
গাভীর খামার	ঃ	২,০২৪টি
ছাগলের খামার	ঃ	৪৯টি
ভেড়ার খামার	ঃ	৬৩টি
মুরগীর খামার	ঃ	৬৫১টি
রাস্তার সংখ্যা	ঃ	৫৬৪টি
মহাসড়ক	ঃ	২টি
রাস্তার দৈর্ঘ্য		১৪৬০ কিঃ মিঃ
		(পাকা - ৪৩০ কিঃ মিঃ)
	ঃ	(কাঁচা- ১০৩০ কিঃ মিঃ)
ব্রীজের সংখ্যা	ঃ	৬৬৫টি
ব্রীজের দৈর্ঘ্য	ঃ	১১২৪৫ মিঃ
প্রধান সেতু	ঃ	৩টি
ফেরীঘাট	ঃ	৩টি
যাত্রী ছাউনী		৭টি

মুন্সীগঞ্জ জেলায় সরকারীভাবে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ঃ

১. প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ।



প্রশাসনিক ভবন



মূল ভবন

মুন্সীগঞ্জ জেলায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বিশেষ করে শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ১ম হতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ড় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলার সরকারী কলেজের প্রভাষকদের মধ্য থেকে ডেপুটেশনে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।



উত্তর পাশের একাডেমিক ভবন



দক্ষিণ পাশের একাডেমিক ভবন

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরের নয়াগাঁও এলাকায় ৩৭০ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত। এর মোট দরপত্র মূল্য ১৬২১.০০লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ণ প্রায় সমাপ্তির পথে। এ প্রতিষ্ঠানের ৪তলা বিশিষ্ট একাডেমীক কাম

প্রশাসনিক ভবন এর দরপত্র মূল্য ৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ১০০%। ৪তলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস (১০০ শয্যার) এর দরপত্র মূল্য ২০৬.০৮ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ১০০%। ৪তলা বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস (১০০ শয্যার) এর দরপত্র মূল্য ২০৫.৫০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৭৫%। মাল্টিপারপাস হল (অডিটোরিয়াম) এর দরপত্র মূল্য ১৭০.০৭ লক্ষ টাকা এবং এবং অগ্রগতি ২০%। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবন এর দরপত্র মূল্য ৪১.৯৩ লক্ষ টাকা এর অগ্রগতি ৯০%। প্রশাসনিক এবং একাডেমিক ভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের দরপত্র মূল্য ৪২.৩৩ লক্ষ টাকা, কাজের অগ্রগতি ১০০%। ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস ও ১০০শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের দরপত্র মূল্য ২৫.৬৬ লক্ষ টাকা। কাজের অগ্রগতি ৪০%। সীমানা প্রাচীর ও আভ্যন্ড়রীন রাস্ড়া নির্মান কাজের দরপত্র মূল্য ৪৪.৯৪ লক্ষ টাকা, কাজের অগ্রগতি ১০%। একাডেমিক ভবন (কারিগরি) এবং বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন স্থাপন কাজের দরপত্র মূল্য ৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা, কাজের অগ্রগতি ২০%। প্রতিষ্ঠানটির বাস্ড়বায়নকারী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।

২. মুক্তারপুর সেতু (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু) ঃ

ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর সেতু (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু) নির্মানের লক্ষ্যে চীন সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত **Implementation Unit**/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান **CRBC** এর সাথে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর একটি চুক্তি ২৭-১২-২০০৪ইং তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।



মুক্তারপুর সেতু (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু)

পরবর্তীতে ২৭-০১-২০০৫ইং তারিখে সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ০৭ জুলাই, ২০০৫ইং তারিখ থেকে **CRBC** সেতুটির নির্মান কাজ শুরু করে। চুক্তি অনুযায়ী সেতুটি নির্মানের জন্য মোট ৩৮ মাস সময় ধার্য করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের ০৭ মাস পূর্বেই জানুয়ারী, ২০০৮ইং এ সেতুটির নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়। এ সেতুটি নির্মান করতে ব্যয় হয়েছে মোট ২০৮.৩৫ কোটি টাকা। বর্তমানে সেতুটি চালু হলে ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ এর মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা যায়।

৩. শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামফলক সম্বলিত স্মৃতিসৌধ

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের পিছনে মুন্সীগঞ্জ জেলার অবদান অনস্বীকার্য। এ জেলায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের রক্তে গৌরবান্বিত হয়েছে মুন্সীগঞ্জের মাটি। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম সম্বলিত স্মৃতিফলক গণপূর্ত বিভাগ মুন্সীগঞ্জ এর মাধ্যমে নির্মান করা হয়।



শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম সম্বলিত স্মৃতিফলক

এ স্মৃতিফলকটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১.৪০ লক্ষ টাকা। স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী এর কাঠামো নির্মান করা হয়েছে। এ স্মৃতিফলকটির কাজের অগ্রগতি ১০০%। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৭ জুন, ২০০৭ তারিখ এ স্মৃতিস্তম্ভটির ফলক উন্মোচন করেছেন।

৪. জেলা শিল্পকলা একাডেমী, মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য এবং সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটিয়ে আগামী প্রজন্মের উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ এর মাধ্যমে শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটির নির্মানের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক জমি হস্তান্তর করা হয় ২৬-১০-০৫ইং তারিখে। জমির মূল্য বাদে এর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৭.০০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় ১৫১.৫০ লক্ষ টাকা। এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি ১০০%। এ প্রতিষ্ঠানে ৪০০ আসন বিশিষ্ট মালটিপারপাস হল, স্টেজ, ডিসপে- গ্যালারী, ভি.আই.পি রুম, অফিসার্স রুম রয়েছে।



জেলা শিল্পকলা একাডেমী



জেলা শিল্পকলা একাডেমী

জুন/০৭ইং মাসের ২৭ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ভবনটি উদ্বোধন করেছেন।

৫. ১৯৭১এ মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ।



হানাদারবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ

মুন্সীগঞ্জ জেলার বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত হচ্ছে বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ব। এ স্মৃতিস্তম্ভের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮২৭ লক্ষ টাকা। ভূমি উন্নয়ণ ও আংশিক সীমানা প্রাচীর কাজ সমাপ্ত। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয় থেকে বরাদ্দ পাওয়ার পরে বাকী কাজ সমাপ্ত করা হবে। প্রাক্কলনটি বাস্ড়বায়ন কাজে সরকার ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। অবশিষ্ট বরাদ্দ পাওয়া গেলে দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৬. সুইমিং পুল

২০টি জেলা সদরে সুইমিং পুল নির্মান (১ম পর্যায়ে ১১টি) প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরে তিন একর জমির উপরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ০৮ লেন বিশিষ্ট সুইমিং পুল নির্মান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ৩২১.৬৬ লক্ষ টাকা। ০৬/০৭/২০০২ তারিখ এ প্রকল্পের নির্মান কাজ শুরু এবং ২৯/০৬/২০০৬ তারিখে শেষ হয়।



সুইমিং পুল

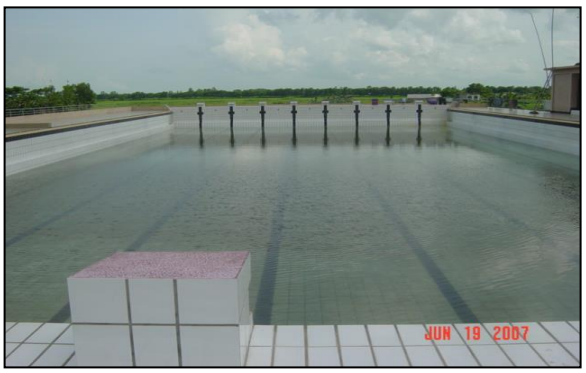

সুইমিং পুল

এ সুইমিং পুলে জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ের সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুবিধা রয়েছে। গত ২৭ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি উদ্বোধন করেন।

৭. মুন্সীগঞ্জ আদর্শ মাদ্রাসা

মুন্সীগঞ্জ জেলার ছেলে-মেয়েদের নির্ভুল এবং আধুনিক উপায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মুন্সীগঞ্জ সদরে নির্মিত হয়েছে মুন্সীগঞ্জ আদর্শ মাদ্রাসা। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বাস্ড়বায়নকারী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। এর কাজের অগ্রগতি ১০০%।

৮. সরকারী হরগঙ্গা কলেজের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস।



মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কলেজ সরকারী হরগঙ্গা কলেজ। ছাত্রী নিবাস নির্মান এই কলেজের ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরনের জন্যই নির্মিত হচ্ছে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস। এর প্রাক্কলিত মূল্য ১,০৫,৫১,০৫১/- টাকা। এ ভবনটির কাজের অগ্রগতি ১০০% এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ।

৯. মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ এর মাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। এই ভবনটির জন্য বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমান ০২ একর। এর একাডেমিক ভবন এর দরপত্র মূল্য ৩৯২.৯৩ লক্ষ টাকা এবং কাজের অগ্রগতি ১৫%। প্রশাসনিক ভবন নির্মান কাজের দরপত্র মূল্য ৩০৯.১৮ লক্ষ টাকা, কাজের অগ্রগতি ১০%। দুইটি ওয়ার্কসপ ভবন এর দরপত্র মূল্য ২৮৪.৩৩ লক্ষ টাকা এবং কাজের অগ্রগতি ১০%। রিটেইনিং ওয়াল ও মাটি ভরাট কাজের দরপত্র মূল্য ১৩৭.৩১ লক্ষা টাকা, কাজের অগ্রগতি ১০%।

মুন্সীগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

১. শহীদ বাবা আদমের মসজিদ



শহীদ বাবা আদম মাজার



শহীদ বাবা আদম মসজিদ

হিজরী ৮৮৮ সালে বাবা আদম নামে একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারক মুন্সীগঞ্জে আগমন করেন। তখন রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল রামপাল। কথিত আছে বাবা আদমের সহিত রাজা বল্লাল সেনের ১৮ দিন ব্যাপী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা বল-াল সেন পরাজিত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মাগরিবের নামাযের সময় বাবা আদম নামাজে মসগুল হলে রাজা বল্লাল সেন তাহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। বাবা আদম শহীদের অনুচরেরা সে স্থানেই তাকে সমাহিত করেন এবং স্থানের নাম রাখা হয় দর্গা বাড়ী। এই দর্গা বাড়ীতেই শহীদ বাবা আদমের সমাধির পশ্চিম/উত্তর কোনে বাংলার জনগন শাসসুদ্দীন ইউসুফ শাহ বাবা আদম এর খানকা শরীফের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য সুলতান জালালউদ্দীন আবু জাফর শাহ এর পুত্র মহান মালিক কাফুরকে নির্দেশ দেন। ১৪৭৯ সালে মালিক কাফুর সু-দৃঢ় বিস্তীর্ণ পাথর ভিতের উপর দুইটি স্তম্ভের কাঠামোতে মজবুত ফিলানের উপর ভর করে ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। বৃটিশ শাসন আমল হতে মসজিদটি পুরাকীর্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন আছে।

২. ইদ্রাকপুর কেল্লা



ইদ্রাকপুর কেল্লা

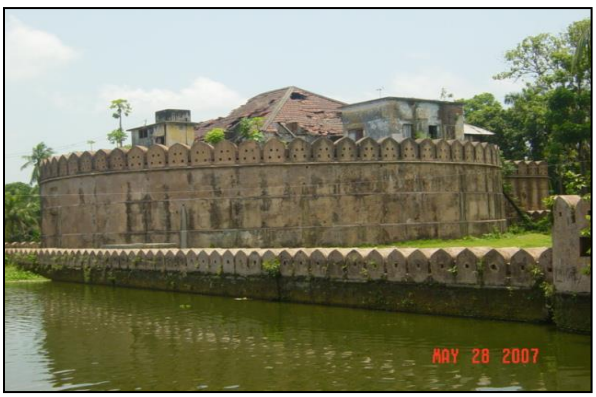

ইদ্রাকপুর কেল্লা

মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রান কেন্দ্রস্থলে ইদ্রাকপুর কেল্লা অবস্থিত। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সেনাপতি ও বাংলার সুবেদার মীর জুমলা কর্তৃক ১৬৬০ সালে বিক্রমপুরের এই অঞ্চলে ইদ্রাকপুর কেল্লা নামে এই দুর্গটি নির্মিত হয়। মগ জলদস্যু ও পর্তুগীজদের আক্রমন হতে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য এই দূর্গটি নির্মিত হয়। জনশ্রুতি আছে এ দূর্গের সাথে ঢাকার লালবাগের দূর্গের সুড়ঙ্গ পথে যোগাযোগ ছিল। বহু উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই গোলাকার দূর্গটি এলাকায় এস.ডি.ও কুঠি হিসাবে পরিচিত। ঐতিহাসিক এই দূর্গটি সংস্কার করা একান্ড় প্রয়োজন।

৩. অতীশ দীপঙ্করের পন্ডিত ভিটা



পন্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকরের ভিটাবাড়ী

আজ থেকে প্রায় ১ হাজার বৎসর পূর্বে ৯৮২ সালে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে মাত্র ৪ মাইল পশ্চিম/দক্ষিণ কোনে বজ্রযোগিনী গ্রামের পন্ডিত ভিটায় জন্মগ্রহণ করেন। অতীশ দীপঙ্করের বাসভবনটিই এখন পন্ডিতের ভিটা হিসাবে খ্যাত। দীপঙ্করের বাস্তব ভিটার এক কোনে একটি জরাজীর্ণ মঠের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব আছে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ হতে অনেক পর্যটক এই পন্ডিত ভিটা দেখার জন্য আগমন করেন। সুতরাং এই পন্ডিত ভিটা সংরক্ষণ করা একান্ড় প্রয়োজন।

৪. হরিশ চন্দ্র রাজার দীঘি

রামপাল ইউনিয়ন পরিষদের অন্র্ভূগত ধলাগাঁও বাজারের পশ্চিম/দক্ষিণ কোনে রাজা হরিশ চন্দ্রের দীঘি অবস্থিত। এই দীঘিটি প্রসঙ্গে জনশ্রুতি আছে যে, দীঘিটি সারা বছর ঘন ঘাসে আবৃত ছিল। উহার উপর দিয়ে গরু-বাছুর চড়াতে এবং উহার উপর দিয়ে হেটে যাওয়া যেত। কিন্তু মাঘী পূর্ণিমার দিন দীঘিটি কানায় কানায় পানিতে ভরে যেত। সেদিন উহার উপর দিয়ে হেটে যাওয়া যেত না। বৃটিশ সরকার একবার এই দীঘির পানি সেচের ব্যবস্থা করে ও যখন বিন্দুমাত্র পানি কমাতে পারেনি তখন সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নির্দেশ নামা বিজ্ঞপ্তি আকারে দীঘিটির উত্তর প্রান্তে স্থাপন করেন।



রাজা হরিশ চন্দ্রের দীঘি এই দিঘিতে এখনো জোয়ারভাটা হয়

এক সময় মাঘী পূর্ণিমার দিন এলাকার স্কুল কলেজ ছুটি হয়ে যেত। দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক, পর্যটক এবং জনতার ভিড়ে দীঘির উভয় পাড় মুখরিত হয়ে উঠত। বর্তমানে দীঘিটি সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

৫. বল্লাল সেনের দীঘি

বিক্রমপুরের রাজধানী রামপালের রাজা বল্লাল সেন জনগনের পানীয় কষ্ট নিবারনের জন্য এই বিশাল দীঘিটি খনন করেন। এই দীঘি খননের একটি কিংবদন্ড়ি আছে। বল্লাল সেনের মা প্রজাসাধারণের পানীয় জলের কষ্ট নিবারনের জন্য তার সন্তান বল্লাল সেনকে একটি দীঘি খনন করার আদেশ দেন। বল্লাল সেন মাকে আশ্বাস দেন যে, মা যতটুকু হেঁটে যেতে পারবেন ততটুকু খনন করা হবে। মা পরের দিন সকালে দক্ষিণ দিক হাটতে শুরু করেন। বল্লাল সেন দেখলেন মা অনেক দূর চলে যাচ্ছেন। বল্লাল সেন অসুস্থতার সংবাদ মাকে পাঠালেন। পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মা ফিরে আসেন। রাজবাড়ীতে মা যতটুকু জায়গা অতিক্রম করেছিলেন ততটুকু দীর্ঘ দীঘি খনন করা হয়েছিল।



রাজা বল-ান সেনের মজাদীঘি

আমাদের মুন্সীগঞ্জ জেলার ঐতিহ্য এই দীঘিটিকে সংস্কার করে পানীয় জলের কষ্টে নিবারণ করা এবং অতীত ঐতিহ্যকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. কোদাল ধোয়া দীঘি



কোদাল ধোয়া দীঘি

রামপালের রাজা বল্লাল সেনের রাজবাড়ীর নিকটে এ দীঘিটি অবস্থিত। কথিত আছে যে, প্রতিদিন কয়েক হাজার মাটি কাটার কোদালী বল্লা সেনের দীঘি খনন করত। তাদের উপর নির্দেশ ছিল তাদের কাজের শেষে কোদাল ধুয়ে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ১ কোদাল মাটি রাজবাড়ীতে ফেলবে। এই ভাবেই কোদাল ধোয়া দীঘির সৃষ্টি। বর্তমানে সিপাহী পাড়া পল্লী বিদ্যুৎ ভবন যেখানে অবস্থিত তার ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে অরক্ষিতভাবে মজে যাওয়া জলাশয়টি কালের সাক্ষী হয়ে অবস্থান করছে।

৭. সুখবাসপুর দীঘি



সুখবাসপুর দীঘি

রামপাল যখন পাল ও সেন রাজাদের রাজধানী ছিল তখন তারই পাশে গড়ে উঠেছিল অভিজাত এলাকা সুখবাসপুর। এলাকার মানুষের পানীয় জলের কষ্ট নিবারনের জন্য খনন করা হয় সু-বিশাল এই সুখবাসপুর দীঘি। এই দীঘিতে প্রতি বছর শীতকালে হাজার হাজার অতিথি পাখির আগমন ঘটে। পাখীর কলকাকলীতে এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। এই দৃশ্য দেখার জন্য অনেক দর্শনার্থী ভীড় জমায়।

৭. শিকদার সাহেবের মাজার

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে বাগদাদ থেকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য হযরত হোসেন শিকদার (রাঃ) বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং মহাকালী ইউনিয়ন এর অন্তর্গত কেওয়ার গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রান

সাধক ব্যক্তি। তিনি ওফাৎ গ্রহনের পরে এই কেওয়ার গ্রামেই তাকে সমাহিত করেন। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ তার মাজার শরীফ জিয়ারত করতে আসেন।

৯. বার আউলিয়ার মাজার

মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মহাকালী ইউনিয়নের কেওয়ার গ্রামের অন্তর্গত তেতুল তলায় পবিত্র বার আউলিয়াদের মাজার শরীফ অবস্থিত। প্রায় ১০০০ বছর পূর্বে হিজরী ৪২১ সনে ৯৭৪ খ্রিঃ সুদূর আরব দেশ হতে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আনসার ও মুজাহিদ হিসেবে আওলিয়াগণ বাংলাদেশের এই স্থানে আগমন করেন। পূর্বে এই স্থানটি কালীদাস সাগর ছিল। পরবর্তীতে জঙ্গলাপূর্ন পতিত ভূমিতে পরিনত হলে ১২ জন আউলিয়া এই স্থানটিকে দ্বীন ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ইমারত, দীঘি ও এবাদতখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এখানে তারা ওফাৎ গ্রহণ করেন।

মুন্সীগঞ্জ জেলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর

বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ অতীশ দীপঙ্কর মুন্সীগঞ্জের অহংকার। ৯৮২ সালে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৩১ বছর বয়সে তিনি শ্রীলংকায় গমন করেন ও পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য পদে আসীন হন। ১০৪১ সালে হিমালয় অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে যান। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের কারণে তিব্বতীরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানজনক 'অতীশ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১০৫৪ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু

মুন্সীগঞ্জকে আলোকিত করা মনীষীদের আরেকজন শ্রেষ্ঠ মানুষ জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবান চন্দ্র বসু। পৈত্রিক নিবাস শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে। জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমান করেছিলেন যে, মানুষের মতো গাছেরও প্রান আছে। ১৯১৫ সালে তিনি 'নাইট' বা স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১৭ সালে তিনি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

একজন বাঙালী যিনি সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন, তিনি মুন্সীগঞ্জের সোনার ছেলে চিত্তরঞ্জন দাস। ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ যাকে **'দেশবন্ধু'** খেতাবে ভূষিত করেছে। ১৮৭০ সালে টঙ্গীবাড়ী উপজেলার তেলীরবাগ গ্রামে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার যে ক'জন সুস্থ চিন্তাধারার রাজনীতিবিদ জাতীয় উন্নতি বিধানে ভূমিকা পালন করেন চিত্তরঞ্জন দাস তাদের অন্যতম। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন তিনি মারা যান।

সরোজিনী নাইডু

ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী মহিলা নেতা ছিলেন সরোজিনী নাইডু। তাঁর পৈত্রিক বাড়ী ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কনকসার গ্রামে। ১৮৭৯ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও এক সময়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বাগ্মী ও ইংরেজী ভাষার যশস্বী কবি ছিলেন।

সত্যেন সেন

জন্ম ১৯০৭ সাল, মৃত্যু ১৯৮১ সাল। টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রাম তাঁর পৈতৃক ভিটা। সত্যেন সেন ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক। এই প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন **'বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'**র তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

জিতেন ঘোষ

লৌহজং থানার কুমার ভোগ গ্রামের অধিবাসী জিতেন ঘোষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। চিরকুমার জিতেন ঘোষ সারা জীবন কৃষক ও মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। জেল খেটেছেন যুগের পর যুগ। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮৮ সালের ১৯ মে সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের মালপদিয়া গ্রামে। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী এই ঔপন্যাসিক 'পদ্মানদীর মাঝি' পুতুল নাচের ইতিকথা'সহ অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে অমর হয়ে আছেন।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ১ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫০ সালে মুন্সীগঞ্জ সরকারী হরগঙ্গা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে আই.এস.সি পাশ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম শ্রেনীতে এম.এস.সি পাস করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে এম.এস. এবং ১৯৬২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৬৩ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহন করেন। তিনি ভাষা সৈনিক, আদর্শ শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমদ এ মুন্সীগঞ্জেরই কৃতি সন্তান। তিনি ১৯৪০ সালের ১লা মে টঙ্গীবাড়ী উপজেলার ধীপুর ইউনিয়নের রবনগরকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৭ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ (মেধা তালিকায় প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) এবং ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)। ১৯৭১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম কলেজ থেকে উন্নয়ণ অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ড় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং সর্বশেষ ১৯৭৮ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম- সচিব ছিলেন। এরপর তিনি বিশ্বব্যাংকে যোগ দেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উর্ধ্বতন পদে কর্মরত ছিলেন। সর্বশেষ ২০০১ সালে তিনি বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। ২০০৫ সালের ১জুন, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএস এফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান এবং প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার আগ পর্যন্ড় সেখানেই কর্মরত ছিলেন। চলমান দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের অগ্রদূত এই সাহসী সন্তানের জন্য মুন্সীগঞ্জবাসী আজ গর্বিত।

বুদ্ধদেব বসু

কবি বুদ্ধদেব বসুর পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জের মালখানগরে। তিরিশের দশকের অন্যতম সেরা কবি বুদ্ধদেব রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে দাড়িয়ে কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

সমরেশ বসু

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের রাজানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি **'কালকূট'** ছদ্মনামেও বহু উপন্যাস লিখেছেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আজকের উভয় বাংলার নন্দিত ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক নিবাস মুন্সীগঞ্জে। অনন্য গদ্যশৈলী ও বিষয় বৈচিত্রের কারণে বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান অনেক উঁচুতে।

ব্রজেন দাস

উপমহাদেশের বিখ্যাত সাঁতারু হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এই কৃতি সাঁতারু সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৃটিশ সরকার তাকে **'কিং অব দি চ্যানেল '** সম্মানে ভূষিত করেন।

রাবেয়া খাতুন

১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর সিরাজদিখান উপজেলার পাউসাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহিলা অঙ্গন থেকে যে কয়েকজন হাতেগোনা সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিভার ছাপ রেখেছেন ও এই অঙ্গনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন, শক্তিমান কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন তাদের অন্যতম। এই কীর্তিমান সাহিত্যিক একুশে পদকসহ অনেক পদক পেয়েছেন

মুন্সীগঞ্জের প্রধান প্রধান কৃষি পন্য ঃ

জেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৫৯৪০ হেক্টর। এর মধ্যে ৩৬০৪৫ হেক্টর জমিতে আলু, ২৩৩৮১ হেক্টর জমিতে ইরি ও বোরো এবং ৭৬৪০ হেক্টর জমিতে অন্যান্য রবিশস্য উৎপাদন হয়। দেশের ৩৫% আলু উৎপন্ন হয় এ জেলায়।

আলুসহ অন্যান্য ফসল চাষাবাদের জন্য এ জেলায় সারের চাহিদা নিম্নরূপ ঃ

ইউরিয়া	৪৩৭৭০ মেঃ টন
পটাশ	৩৩৬০৮ মেঃ টন
এম.ও.পি	২৮০৯৬ মেঃ টন

এর মধ্যে এ বছরের বরাদ্দ

ইউরিয়া	৪৩২৭০ মেঃ টন
পটাশ	২২১৬০ মেঃ টন
এম.ও.পি	২০২৮০ মেঃ টন।

প্রয়োজনীয় সারের যোগান দেয়া সম্ভব হলেও উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের জন্য জেলায় কোন বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ নেই। এ জেলায় মোট ৭২টি কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। আলু চাষের প্রয়োজনীয় আলুবীজ সংরক্ষনের জন্য বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

জেলার মোট ৪৩০কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা ও ১০৩০ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্ত রয়েছে। এ জেলায় বেইলী ব্রীজের সংখ্যা ১০৭ টি, কালভার্ট ৩১১ টি ও পাকা সেতু ৬৬৫টি। জেলার পাকা রাস্ড়াগুলো ও বেইলী ব্রীজ অত্যন্ত সরু হওয়ায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয় না। সম্প্রতি ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত হয়েছে মুক্তারপুর ব্রীজ। মুক্তারপুর ব্রীজ চালু হলে যানজটের সৃষ্টি হবে। অচিরে রাস্তাগুলো সম্প্রসারিত ও বেইলী ব্রীজগুলো ডাবলওয়ে করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়া মুক্তারপুর ব্রীজের সঙ্গেঁ মুক্তারপুর-বিসিক-চাষাড়া হয়ে ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মান করা হলে বিপুল অংকের অর্থে নির্মিত ব্রীজের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে ও জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল হবে।